উত্তমকুমার প্রযোজিত

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের

উত্তরফাল্গুনী

মা-পান্নাবাঈ

মেয়ে সুপর্ণা

সুচিত্রা সেন

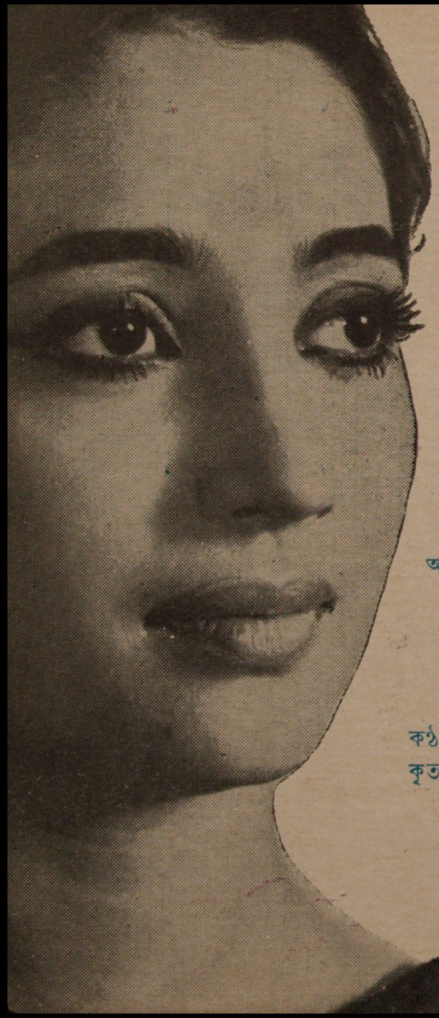

উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাঃ লিঃ-এর দ্বিতীয় নিবেদন

উত্তরফাল্গুনী

পরিচালনা : **অসিত সেন**

সংগীত : **রবীন চট্টোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য : ৺নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মা পান্নাবাঈ ও মেয়ে সুপর্ণা **সুচিত্রা সেন**

অন্যান্য চরিত্রে : **বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়,** কালীপদ চক্রবর্তী, জহর গাঙুলী, পাহাড়ী সান্যাল, ভুবন চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, সুশীল রায়, রেণুকা রায়, ছায়া দেবী রাজলক্ষ্মী দেবী, সীতা মুখোপাধ্যায়, রুবি মিত্র, বিভা কোটাল ও কৃষ্ণকলি মণ্ডল, গুরুদেবের 'আগুনের পরশমণি' বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

কণ্ঠসংগীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও ছায়া দেবী ॥ যন্ত্র সংগীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রী এ, কে, সরকার (এরোড্রোম অফিসার) শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শ্রীমতী মায়া রায়, লরেটো কনভেন্ট, শ্রী পি, সি, চ্যাটার্জি শ্রীঅমিয় মুখার্জি, পণ্ডিত ভুষণ, কমলালয় ষ্টোর্স, সনোরাস, শ্রীমোহর লাল দাঁ, করতার সিং, সামুর কোং ও সুনীল রায় চৌধুরী

নিউ থিয়েটার্স এক নং ষ্টুডিয়োতে ওয়েষ্ট্রেক্স্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ-তে পরিস্ফুটিত

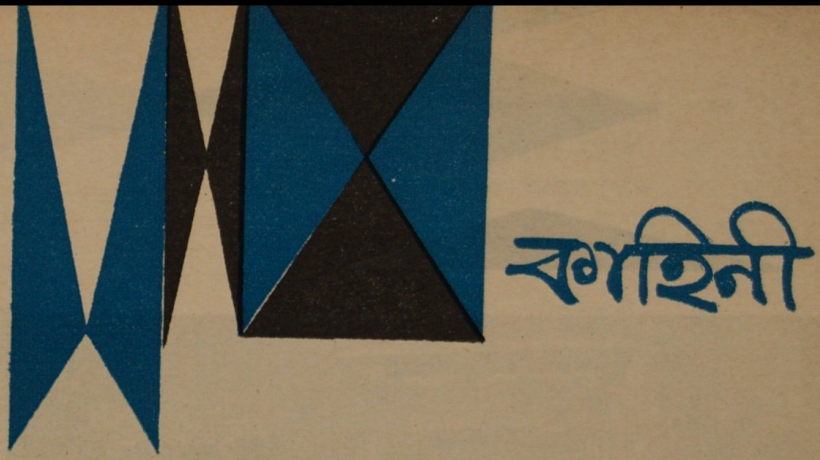

কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল যেন! মনীষের সংগে দেবযানীর বিয়ে হবার কথা এক রকম পাকাপাকিই ছিলো, শুধু বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে মনীষের ফিরে আসার অপেক্ষা—এরই মাঝে ঘটে গেল অঘটন! বাবাকে ঋণ মুক্ত করতে নিজের সব সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে মদ্যপ রাখাল ভট্‌চাযের গলায় মালা দেয়া ছাড়া তার আর উপায় ছিলো না। কিন্তু রাখাল যে অতদূর কদর্য চরিত্রের সেটা ভাবতে পারেনি দেবযানী। সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যায় সে···হয়তো একদিন তার আত্মত্যাগের মর্ম বুঝবে লোকটা।

কিন্তু তা আর হোলো না। নারীত্বের চূড়ান্ত অপমানের জ্বালা ভুলতে দেবযানীকে ঘর ছাড়তে হোলো শিগগিরই···আত্মহত্যাই ছিলো তার উদ্দেশ্য, কিন্তু মীনাবাঈ নিবৃত্ত করলো তাকে। আজ সে তো একা নয়, যে অনাগত অতিথি তার সর্বসত্বায় অনুভূত, তাকে পৃথিবীর আলো প্রত্যক্ষ করানোর পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে যে তার। সে যে মা হতে চলেছে!···

এর পর দেবযানীর পূর্ব পরিচয় গেল ঘুচে, অতীতের ধ্বংসস্তূপের মাঝে আত্মপ্রকাশ করলো পান্নাবাঈ! নয়নের মণি সুপর্ণাকে বুকে করে ভুলতে চেষ্টা করে ভাগ্যহতা নারী তার দুঃখ গ্লানি;

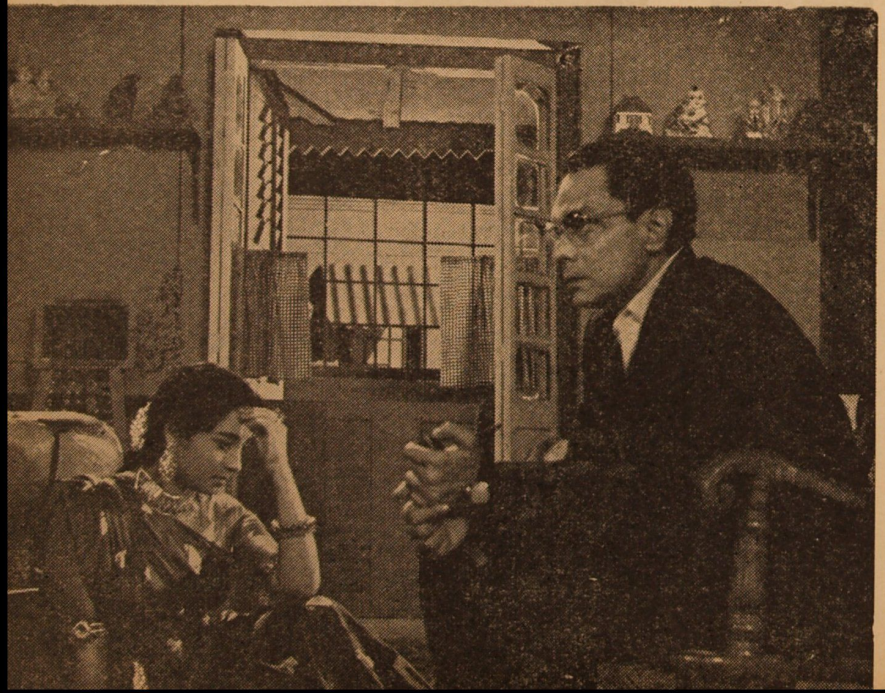

হয়তো চোখে তার মায়া-কাজলের ঘোর লাগে...এমনই মুহূর্তে দেখা হয়ে যায় পিশাচ প্রকৃতি রাখালের সংগে। সুদূর লক্ষ্ণৌ-এ এসেছিলো রাখাল নেশার টানে, হঠাৎ বাঈজি-পাড়ায় দেখা পেয়ে যায় দেবযানীর। লোভে আনন্দে রাখালের ক্ষুধিত চোখ দুটো জলে ওঠে; আবার শুরু করে শোষণ! অসহায়ের মতো দুর্বৃত্তকে টাকা দিতে বাধ্য হয় পান্নাবাঈ। সুপর্ণাকে মায়ের বুক থেকে পাছে ছিনিয়ে নেয় সেই আতংকে পান্নাবাঈ গোপনে পালিয়ে আসে কলকাতায়। বহু সাধ্য সাধনায় শিশু সুপর্ণাকে মাদার মামিনের হোমে ভর্তি করে দেয়। মায়ের দাবী ত্যাগ করে মেয়েকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পান্নাবাঈ দৃঢ় প্রতীজ্ঞ; ফুলের মতো নির্মল সুপর্ণা যেন সব মালিন্যের ত্রিসীমানার বাইরে থাকতে পায়।—

কলকাতায় মনীষের সংগে দীর্ঘকাল পরে পান্নাবাঈ-এর সাক্ষাৎ! মনীষ সার্থক ব্যারিষ্টার, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। দেবযানীর নতুন পরিচয় তার কাছে প্রকাশিত হয় নাটকীয় ভাবে, জীবনের প্রথমার করুণ ইতিহাস জানতে পেরে মনীষ বেদনায় স্তব্ধ হয়ে যায়। পান্নাবাঈ শুধু অনুরোধ জানায় তার একমাত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সুপর্ণাকে গ্রহণ করে মানুষ করে তুলতে। মনীষ-এ অনুনয় উপেক্ষা করতে পারে না।

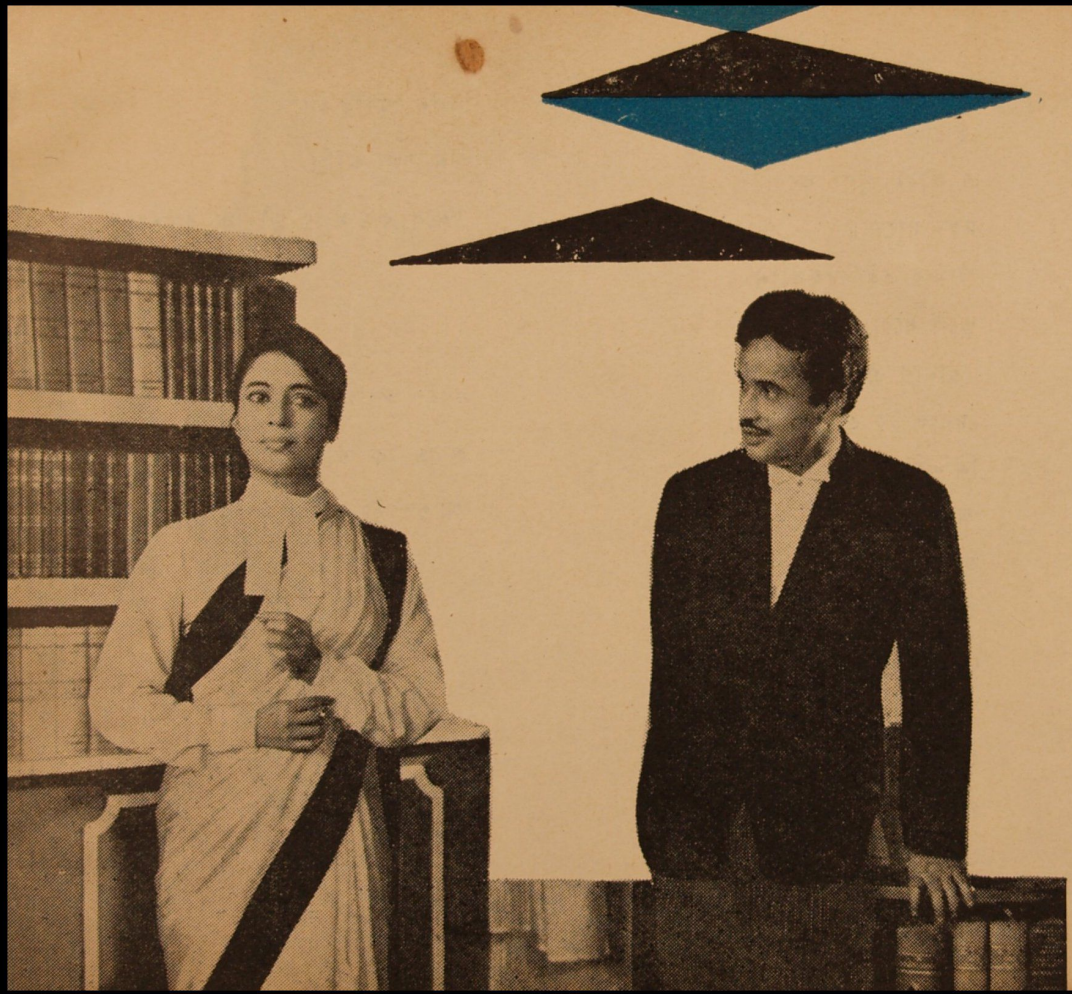

সুপর্ণা ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়, মনীষ তার সব অভাব পিতার অধিক স্নেহে ঢেকে দেয়। মায়ের পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে যায় মেয়ের কাছে, সে জানে কাকাবাবুই তার একমাত্র আত্মীয়, অবলম্বন যা কিছু।

মা পান্নাবাঈ—মেয়ে সুপর্ণা···

দূর থেকে মা প্রাণ ভরে দেখে মেয়েকে, অন্তর উজাড় করে ঢেলে দেয় আশীর্বাদ! আহা, সার্থক হোক তার সব অতৃপ্ত বাসনা কামনা মেয়ের সফল জীবনের মাঝে!

মেয়ে কোনোদিন মায়ের দেখা পায়নি, তার প্রাণে মাতৃহারার দুঃসহ বেদনা, আকুতি!

এই ভাবেই সুপর্ণা বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে আসে। অভিজাত বংশীয় ইন্দ্রনীল তার সহপাঠী, বন্ধু···হয়তো তার চেয়েও অধিককিছু। সুপর্ণার সুপারিশে মনীষের অদ্বিতীয় সহকারী!

মায়ের জন্যে সব ব্যাকুলতা মেয়ের জীবনে কি বিপর্যয় ডেকে আনলো শেষ মুহূর্তে? সুপর্ণার জীবনের স্বপ্ন কি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মায়ের দেখা পাওয়ার লগ্নে? মা যে তার স্বামীহন্তা, মা যে বাঈজি পান্নাবাঈ!!

সংগীত

(১)

"কোন তারাসে তুম খেল্
খেলতা হোলি—
দেখো লালা—
দেখো লালা মরি—
মোরি আঁখিয়া না ঘটকে—
গোরি ম্যায় হুঙ্গি—
তুসে না ডরুঙ্গি—
আবকে—ফাগুয়ামে
ফাগ না খেলুঙ্গি—
কোন তারাসে তুম খেল্
সারে নিসা গা (সরগম)

(২)

তোরে নয়না লাগে—
তোরে নয়না লাগে সবরা

(৩)

আগুনের পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো
দহন-দানে॥
আমার এই দেহখানি
তুলে ধরো,
তোমার ঐ
দেবালয়ের প্রদীপ করো,
নিশিদিন
আলোক শিখা
জ্বলুক গানে॥
আগুনের পরশ মণি
ছোঁয়াও প্রাণে॥

(৪)

তুম্ চতুর সুগর বইয়া—
পকরতু হি এ বালম্
উওতো নবেলী নার ক্যায়া জানে—
হিত কি সার গাওয়ার"

(৫)

লগন মোরি লাগি
উন সঙ্গ আলি
উনসে কওঁ ম্যায় জী কি বাতিয়া॥

(৬)

বরষণ লাগিরে বদরিয়া
শাবণ কি অতিকারী—
অতিভারী পাবন লাগিরে॥

(৭)

এ মা কোন যোগী
তো কোনা ঘর আয়া—
এ মা কোন যোগী॥

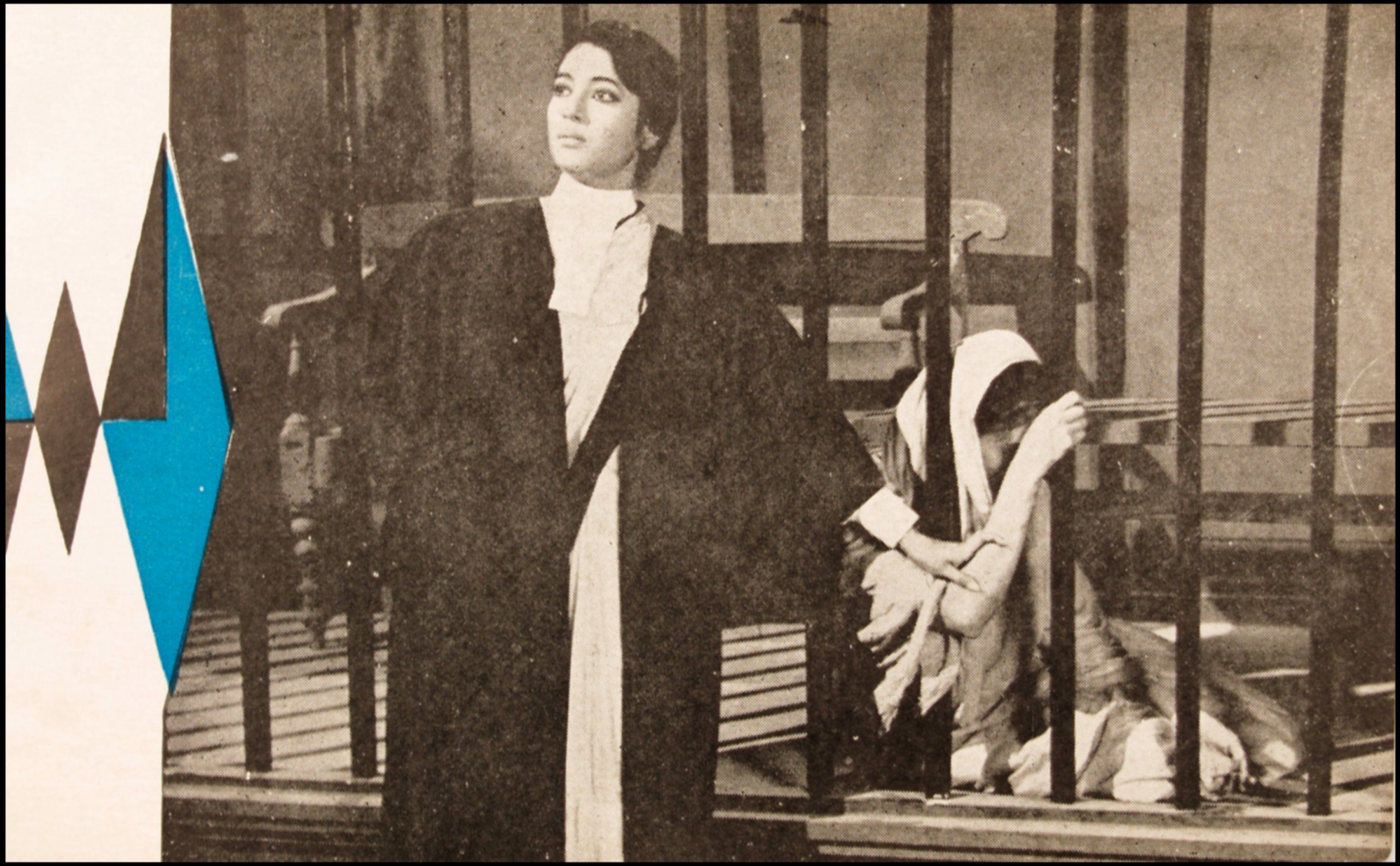

কলাকুশলী

আলোক চিত্রপরিচালনা : অনিল গুপ্ত
চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা
সম্পাদনা : তরুণ দত্ত
শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, সুজিত সরকার
শিল্প উপদেষ্টা : প্রীতিময় সেন
শিল্পনির্দেশক : রামচন্দ্র সিন্ধে, সুজিত দাস
সংগীত ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙুলী, অনাথ মুখার্জি
রসায়নাগারিক : আর. বি. মেহতা :: কর্মসচিব : মহাদেব সেন :: প্রচারশিল্পী : রণেন আয়ন দত্ত, আর্টিষ্টস কনসার্ণ
স্থিরচিত্র : ক্যাপস
প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : অমিত সরকার, অজয় বিশ্বাস, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অমল সুর
চিত্রশিল্পে : দুর্গা রাহা, নুরু :: সম্পাদনায় : প্রশান্ত দে, রথীশ সাহা :: শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন, জ্যোতি চট্টো, ভোলা সরকার, এডেল :: ব্যবস্থাপনায় : সন্দীপ পাল সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর, বিজয় :: রূপসজ্জায় : পঞ্চু দাস, সাজসজ্জায় : বরেন দত্ত :: রসায়নাগারে : মোহন চ্যাটার্জি, তারাপদ চৌধুরী, অবনী রায়, ধীরেন বিশ্বাস :: আলোক সম্পাতে : কেনারাম হালদার, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস দুখিরাম, মালো সিং, বেণুধর, রামলেখন :: ব্যুমম্যান : মণি
সাজসজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই :: পরিচয়পত্র লিখন : দিগেন ষ্টুডিয়ো

রমেন চৌধুরী সম্পাদিত ও প্রকাশিত

মুদ্রক : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলি : ১৩